Editorial ❁ সম্পাদকীয়

Streaks of blue sky are proclaiming their emergence from amongst dark patches of thunder clouds. Sunlight has started to assume a mellowed golden hue in the morning. Catkins are waving their floral plumes in the breeze— mother nature whispers in our ears the advent of Mother Goddess. The omnipresent Mother manifests Herself in two forms : corporal and sublime. In the sublime form, she is the source and the power behind all spirituality, residing in the inner core of human mind, while in her corporal form, she manifests as the divine "sadguru" who guides us through the troubles and tribulations of our lives.

Like every other year, we will be celebrating Durga Puja and Navaratri festival in our Ashram premises this year too. Mother Goddess is the supreme root of all that is present in the universe. The world emerges from Her, is fostered by Her and ultimately dissolves into Her. She is the aspiration, wisdom and "active" force of the supreme being ("Brahman"). Since "Brahman" is unfathomable, we worship His "shakti" to invoke His blessings.

The boundless, holistic power of Mother Goddess translates itself into the divine love, compassion and beatitude of a "sadguru". Our Mother (Sree Sree Maa) is one such divine personality through whom we can reach out to the supreme self. Her blessings, divine love and tender care descend upon us in our daily chores, imperceptible to us.

Come ! On the auspicious occasion of Navaratri, let all of us pay our pious obeisance to her lotus feet and pray to her to kindle the aura of humanity within us, to deliver us from the confines of mortality to the abundance of immortality.

আকাশের আঙিনায় বিদ্যুৎগর্ভ কালো মেঘের আনাগোনা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নীল আকাশের ঝিলিক আর গ্রামবাংলার পথে প্রান্তরে কাশফুলের হিন্দোলিত কেশর মনের কোণে খুশীর প্রলেপ বুলিয়ে কানে কানে জানিয়ে গেল—মা আসছেন। সেই "মা" যিনি চিণ্ময়ী ও মৃণ্ময়ী—যিনি সতত আছেন আমাদের মনের কোণে, আবার আমাদের সুখে-দুঃখে চির সাথী হয়ে সদ্‌গুরু রূপে।

মায়ের মৃণ্ময়ীরূপের বোধনার্থে অপরাপর বছরের ন্যায় এ'বছরও আমরা ব্রতী হয়েছি মাতৃ আরাধনায়। এই মহামাতৃকা সর্বব্যাপিনী, সর্বপ্রসবিনী, সর্বস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা আদ্যাশক্তি। তিঁনি পরব্রহ্মের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি। তিঁনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী। নিরাকার পরব্রহ্ম এক হইয়াও "বহু"—মা সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শক্তি। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ ধ্যান ধারণার অতীত, তাই তাঁহার শক্তিই আমাদের ধ্যেয়।

আদ্যাশক্তির অনন্ত অখণ্ড অখিল শক্তির অমৃতধারা ও অপার করুণা মর্ত্যে মূর্ত হয় সদ্‌গুরুর স্নেহচ্ছায়ায়, মমতাময় কৃপাদৃষ্টিতে ও মঙ্গলময় ভাবনায়। আমাদের মা সেই প্রণম্য সদ্‌গুরু যাঁর মধ্যে নিয়ত স্ফুরিত হয় মহাশক্তির প্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনা। তাঁর অপার স্নেহ মমতার আলোকধারা, আমাদের হিতার্থে তাঁর মঙ্গলকামনা, তাঁর বরাভয়—আমাদের সংসারনিমগ্ন দৈনন্দিন জীবনকে সততঃ স্নাত করে।

দেবীপক্ষের এই পুণ্যলগ্নে সেই জগদ্ধাত্রীস্বরূপা, পরাবিদ্যাস্বরূপিণী, মঙ্গলময়ী গুরুমায়ের চরণকমলে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে কামনা করি, "মা, আমাদের উদ্বোধিত কর, বিবেকবান কর, নির্মল জ্ঞানের আলোকে আমাদের আত্মিক উত্তরণ হউক।"